ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -১৩০৬
আগরতলা, ৪ জুলাই ২০১৮

আগরতলা বিমান বন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে নামাকরণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে নামাকরণ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে ফিরে বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর আনন্দের দিন। এত কম সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর গর্ব মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে বিমানবন্দরের নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তৎকালীন সময়ে তিনি বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য জমি দান করেছিলেন। কিন্তু এতটা বছর চলে গেল যে তাকে সম্মান দিয়ে বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে নামাকরণ করা যায়নি। আজ প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলেই এটা করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে এসে বলেছিলেন যে, ত্রিপুরা আদর্শ রাজ্য হতে পারে। সেই দিশাতেই কাজ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। আজকের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন যেমন, নীরমহল, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ইত্যাদি ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের কৃতিত্ব। এই নিদর্শনগুলির জন্যই বহিঃরাজ্যে ত্রিপুরার সুপরিচিতি রয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের গভীর সুসম্পর্ক ছিল।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকেও ধন্যবাদ জানান দীর্ঘ ২২ বছর পর স্থানচ্যুত ব্রু শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার চুক্তি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে বিশপুকুর পর্যন্ত ১৬ কিমি ৪ লেন রাস্তা নির্মাণের অনুমতি প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রকের মন্ত্রী নীতিন গড়করিকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও ত্রিপুরাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইটি সহ প্রতিটি বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ভিশন ডকুমেন্টে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পাঁচ বছরের মধ্যে পূরণ করবে রাজ্য সরকার।

****